প্রকাশক ঃ
নীলিমা কর
কুলগাছিয়া, হাওড়া

মুদ্রক ঃ
সুধীরচন্দ্র মণ্ডল
রূপনারায়ণ প্রেস
কোলাঘাট, মেদিনীপুর

প্রচ্ছদ ঃ
অশোককুমার ঘোষ

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
বাসুদেব মোশেল

প্রথম প্রকাশ ঃ
বাংলা বন্‌ধ ২৭ নভেম্বর, ১৯৬০

পরিবেশক ঃ
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

ভারতীকে, জন্মদিনে॥

সূচী

সুষমা সোম ২

বৈশ্বানর দগ্ধ করো। ভস্মীভূত হোক
দেহ, রূপ, বর্ণ, অনুভূতি। বক্ষেতে
কর প্রসাধিত অনির্বাণ অবিরাম হোম।
সভ্যতার সুপ্তি ভেঙে জন্ম নিক
নতুন ফিনিক্স—সুষমা সোম।

ময়দানে কাকেদের সভা ভেঙে
সুন্দরী ট্রামগাড়ী হাঁটে। সুষমা সোমের
শরীরের শ্যামলতা তার পরে ঝরে
পড়ে নাই; নাগরিক সভ্যতার পথে
পায়ে পায়ে সে চলে যায়।

পায়ে পায়ে চলে যায় অযুত সময়
বৈশ্বানর; অগ্নিজাল শান্ত করো—
প্রসবিত প্রতীক্ষার স্বর্ণধেনু। মন,
সুষমা সোমের আসিবার সময় এখন।

২

চীনা রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে
চলে গেল সুষমা সোম।

দেখা হল পার্ক স্ট্রীটে। সেজেগুজে চলেছিল কোথা।
বললে, এই যে তোমাকেই চাই, চলো তবে,
চীনা খাদ্যে আপত্তি নেই?

বস্তুত, চীনা খাদ্য চাখা নেই। জানা নেই সুষমা সোম,
তোমাকেও। তবুও যখন বললে—
দেরী কেন, এসো শুরু করা যাক।
নীল সমুদ্রের মত রেস্তোঁরায় বসে—
চীনা ডিস না সুষমা সোম,
মনে মনে ডুব দিই,
জানি জীবনের স্বাদ কে কবে তার পেয়েছে বুঝে।

অজস্র বুদ্বুদ তোলে
সময়ের অর্থহীন স্রোত।
ধোঁয়া, গন্ধ, কল্লোলিত বহুবিধ শাব্দিক দামামা

শেষ পর্যন্ত মুহূর্তই শত্রু মুহূর্তের,
চৈনিক পরিমাপে সুষমাকে বুঝিয়াছি ঢের।

৩

সাঁক্রাইলে এসে মনে হল ওই যাঃ
যেতে হবে মোগলসরাই
মাঝরাতে চুপি চুপি এসে
সুষমা সোম বলেছিল—কস্তুরী চাই।

একশ পঁচিশ রাত সোনালী হরিণ
স্বর্ণতৃষ্ণা নিয়ে এল
ঢুকে গেল বুকের কোটরে।
একশ পঁচিশ দিন পরে মনে হ'ল
পৃথিবীর সব কোন্ ঘোরা গেছে
সুষমারই পালা এইবারে।

ক্রমাগত সুষমার সমুদ্র পর্বত ঘুরি
একদিন হয়ে যাব আমিই কস্তুরী।

৪

সুষমা যার নাম তাকে
আমি ভালবাসি।
সুষমাই মাতৃত্বের, নারীত্বের,
যৌবনের নাম॥

কূটতর্কে মাথা ঘামান
যে হোন সে হোন,
পৃথিবীতে নারী মানে আমি বুঝি
সুষমা সোম॥

৫

তারপর সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড হ'ল কি যে—
দীঘাতে হঠাৎ দেখা। সুষমা সোম
হাত ধরে বলে—চলো হেঁটে যাই সমুদ্রের পারে,
মিথ্যে অপেক্ষা করা শুধু এপারে।

ঢেউ আসে, ফিরে যায়
অবুঝ মনের মত। সুষমাকে বলি—
কি হবে অনর্থক সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে
তার চেয়ে এসো ডুবুরি নামাই
দুজনের মনের সাগরে।

৬

অকস্মাৎ বুক থেকে বেরিয়ে এসে
জনতার ভীড়ে মিশে গেল সুষমা সোম।

জনপথ ধরে আসে চলে যায় যারা
দেখেছি সবার মুখ, চোখ, লীলায়িত গতি,
গ্রীবাতে নিবদ্ধ তিল, সবুজধানের মত টিপ—
সুষমার সব ছিল। এই সব ছিল সুষমার।

প্রিয় মুখ হারিয়ে যায় তেমাথার মোড়ে, জীবনের
চারিদিকে ব্যস্ত লোক—ব্যস্ত গাড়ি ঘোড়া,
ব্যস্ততর কোলাহল—সময়ের কোন গাড়ী
দ্রুতবেগে চলে যায়—যাত্রিনী সুষমা।

মুক্ত সুরভিকে ধরা আর কেন ভ্রমে,
অযথাই মালা গাঁথা ভ্রষ্ট কুসুমে।

অনুরাধা নাগ

সবাইকে সাক্ষী রেখে
অনুরাধা নাগের মত চলে গেল
অনুরাধা নাগ।

শ্রাবণের কালো গরাদ ভেঙে
নেমে এল রোদ;
ঝকঝকে বর্শা হাতে ছুটে এল
অজস্র ইচ্ছে।

সবাইকে সাক্ষী রেখে
অনুরাধা নাগের মত চলে গেল
অনুরাধা নাগ।

অনুরাধা নাগ ও কাগজের ফুল

বাঁদিকের ভুরুতে গাঢ় কালো তিল ;
ক্যাসুরিনা এ্যাভিনুতে ট্রাম থেকে
দেখেছিলাম নেমে গেল ময়দানের দিকে।

"ওইখানে ছেঁড়া ঘাস। বিকালের ঘেসুড়েরা
প্রজাপতি তাড়িয়ে কেটে গেছে। বাদামের
ঠোঙার কাগজে ব্যর্থ ইতিহাস জড়ো করা,
ওইখানে পারিজাত পাবেনা কখনো।"

এই বলে আকাশে বাড়িয়ে হাত
তুলে নিই সদ্যফোটা মুঠোমুঠো পারিজাত।

"অন্ধকারের খুলোনা দরজা।
এইখানে আলো আর মাটি
বুকের জমিতে।"

অনুরাধা নাগ সেই একবারই হেসেছিল শুনে।
দেখি, সারা ময়দান জুড়ে পড়ে আছে রাশি রাশি ফুল
কাগজের ফুল।

অনুরাধা নাগকে পুনশ্চ

সে আসে।

নিয়ত। প্রতিদিন। বারোমাস।

আমার গহীন সমুদ্রে ডুব দেয় সে,

স্নান করে। চলে যায়।

পায়ে পায়ে রেখে যায়

সিক্ত বিষণ্ণ নির্জনতা।

নিয়ত। প্রতিদিন। বারোমাস।

প্রসঙ্গ শব্দ

হ্যালো—ওপারে কেমন আছো—
আজকাল রাস্তায় বড্ড ঝঞ্ঝাট
দুই তিন চার-চার চাকায় ট্র্যাফিক জ্যাম।
দু'পা ভরসা। তাও ঠিকানা হারিয়ে ফেলি—হ্যালো-

হ্যালো—এখনি ছেড়ো না
বলছিলাম কি—সেই কথাই,
আগেও বলেছি বহুবার।
শব্দের সন্তান এতদূর চলে যায়
অথচ শব্দেরই মানে
তোমার আমার বুকে
শুধু লৌহ হাতুড়ির ঘা
উচ্চারিত বিপুল নৈশব্দ।

হ্যালো—নো অফেন্স প্লিজ—
বুকে কেন শব্দ হয় মেয়েদের, আমাদেরও।
মাঝে মাঝে ছুরি দিয়ে খোঁচাখুঁচি করি
দেখি উঠে আসে কিনা শব্দের যাথার্থ।
শুধু ফোঁটা ফোঁটা লাল রক্ত আসে
শব্দ নেই তাতে।
বুকে শব্দ কোথা থাকে তবে ?!
হ্যালো—ট্রাফিকের জট কেটে
একদিন চলে যাবো তোমার কাছে
নিশব্দে—হানা দেবো শব্দ কোথা আছে
তোমার শব্দালু বুকে ঠিক কোন খানে
ছুরি দিয়ে কেটে কেটে দেখে নেবো
শব্দ কথা হয়—শব্দ কি যে বলে
হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো!

একটাই বুঝি শুধু ঠিক
কিছু মানে বোঝা যায়
শব্দ থেকে গেলে।

সোনালী রঙের ঘাসফড়িংকে

বড় দেরী করে এলে সোনালী।
অপেক্ষার পাথর চাপা পড়ে
আমার সবটুকু সবুজ এখন সাদা হয়ে গেছে।

আবার জেগে ওঠার আগেই
মৃত্যুটা দুপুরের সূর্যের মত এসে
আমার জন্মের মহালগ্নে চাওয়া
শেষ স্বপ্ন উপহার দিয়ে যাবে।

বড় দেরী করে এলে সোনালী।
আমি সবটুকু সবুজ দিয়ে
ঋণ শোধ করে চলে যাচ্ছি ঠিকানাহীন কোথাও।

কাউন্টারে সেলস্‌ গার্ল'কে জনৈক যুবক

একটা ঠাণ্ডা পানীয় দিন তো আরামের মত।
জীবনে নিয়ত গ্রীষ্ম। বেঁচে থাকা দুপুর বারোটা।
মাথার উপর থেকে হুমকি দেয় সময়ের সূর্য,
হেলেনা পূবে, হেলেনা পশ্চিমে। ছায়া নেই, হাওয়া নেই,
পদতলে জ্বলন্ত বালুকা পথজুড়ে গোড়া থেকে শেষ।

সূর্যই সম্ভোগ জানে, সূর্যের প্রাণ নেই বলে।
সময়ের মরুস্থানে নিষ্ঠুর লুটেরা দস্যু,
বেঁধে রাখে কঠোর নিয়মে, নিয়ম মানে না।

একটা ঠাণ্ডা পানীয় দিন
সন্ধ্যে ছ'টার সোহাগের মত। ফাঁকি দেয়া বড় সোজা নয়
পালানোও। বেলা বারোটার হাত থেকে।

উপরে কাঁটা, নিচে কাঁটা
বিনা অপরাধে জীবন্ত কবর,
তপ্ত বালুতে মরীচিকা—
রাত বারোটার জবর খবর।

আর যে যা বলুক গাঁয়ের লোক

হাতে হাত দিয়ে বললাম—হ্যালো।
তুমি বললে—সরি, নো রুম।
এক দুরূহ নিয়ন্ত্রণের নামাবলী গায়ে এঁটে
বাস ছেড়ে দিল। তুমি বললে—সত্যি খুব দুঃখিত জেনো।

তারপর দুমদাম পড়তে লাগল সব ঘর বাড়ি মনুমেন্ট।
—"রেগে গেছি খুব, গুঁড়িয়ে দেবো সব আজকে এখনি।"
শুনে তুমি বললে—আঃ কেন বিরক্ত করো,
দেবো kneel down করিয়ে।

মাঝরাতে বাড়ী ফিরে দেখি এক প্রকাণ্ড লেক—
তিনটে হাঙর ঠুকরে খাচ্ছে এক প্রজাপতি মাংস।
আমাকে দেখে প্রজাপতি মুচকি হেসে বললে—সরি। নো রুম।

সূর্যস্নান

শরতের রোদের মত
তাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে। যখন
গাঢ় শ্বাসের মত তারা অঢেল ঝরে পড়ে
স্নিগ্ধ ফুলে, যারা শিশিরের সুরভিত জলে
সদ্যস্নান সারিয়াছে; গোপন ইচ্ছের মত
শালুকের কলিকাটি সদ্য চোখ মেলিয়াছে
তার মুখে। কাঁচা সোনার মত রোদ গায়ে মেখে
শালিখেরা গল্পের দেশে চলে যায়।

তার মুখে কবে যেন দেখিয়াছি
পূর্ণ নদী—নগ্ন চর—গাঙ চিল—
তরল চাউনির মত নৌকা ভেসে চলে রৌদ্রে নেয়ে,
বুনো গাছগাছালির বুক থেকে ভাপ ওঠে,
দুপুরের গন্ধেরা ছুটে আসে, যেন সে
নগ্নপদে কাছে এসে নিয়ে যায়
টলটলে রোদের পুকুরে। সাদাশাদা মেঘ
আনমনে খেয়া দেয়—ছায়া পড়ে—
রোদ্দুরে স্নান সারিলেই
সাদা প্রজাপতিটির মত সে আসিবেই কাছে।

প্রেম

১

তখন মাধ্যাহ্নিক অংশুর রিরংসা :
কাল্গুনী সকালেরা বিজিত, ঘৃণিত বিক্রমে
রাহুগ্রাস মানে।

এখন মন্থন ক্লান্ত অন্তর্লীন নটী
ফিরে চায় করুণ গোলাপে। পউষান্ত দিন
শান্ত রস আনে॥

২

একদা স্বপ্নের রাজ্যে রূপ রস আর
শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনন্ত গীতকার
প্রতিশ্রুত ছিল পাগল প্রেমিক।

ভাবা ছিল গিরিশৃঙ্গে অপর্ণা তাপসী
সাত্বিক-রূপজ-তৃষ্ণা-মিলিতা উর্ব্বশী
এক সুরছন্দে মিলে যাবে ঠিক।

চুপি চুপি বলেছিল আকাশের নিশ্চুপ নীলিমা
বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠ: কতটুকু বাঁধা যায় সীমা?

প্রজাপতির কাণ্ডকারখানা

দ্বিতীয়

অন্ধকারে জন্ম নিচ্ছে কেউ।

ব্যথার পরে জমছে দারুণ ব্যথা।
চুপ্। কোন শব্দ নয়, কোন কথা;
কারণ -
প্রাণের থেকে প্রাণ পাচ্ছে কেউ,
অন্ধকারে জন্ম নিচ্ছে কেউ।

ইচ্ছে হ'ল একটি ঘণ্টার গর্ভে
পালাই পালাই একটি পলক ধরবে।

সব মায়েরই কোলে আসছে কেউ,
অন্ধকারে জন্ম নিচ্ছে কেউ।

যাত্রা

সমুদ্র যেন হাহাকার করে উঠেছিল—

শুনেছো,

অরণ্য এইমাত্র চলে গেল। এইমাত্র।

একদিন কেউ কাছে এসে কানে কানে বললে

শুনেছো

সমুদ্র আর নেই। হঠাৎ কি যে হোল—

কালো লাঠি হাতে নুয়ে পড়া দেহটা

এতদিনে গন্তব্যের সন্ধান পেয়ে গেছে।

কালিদাসের নায়িকা

সে কই সে কই—

আষাঢ়ে শ্রাবণে

বড় দীর্ঘ বেলা

বিষণ্ণ বিকাল।

সুদীর্ঘ রজনী—

চোখে ঘুম নেই

মনে সুখ নেই

সে কোথায় আছে,

কোথায়—কোথায়।

রাতের তারায়

ভোরের শিশিরে

আমি জেগে রই

সে কই সে কই।

শঙ্খ চাঁপা

শঙ্খ চাঁপার তলে মিষ্টি মধুর হাওয়া
অনুপম ছাওয়া।

যতবার দেখি বাগানের ওপারে মাঠ তার ওপারে দিগন্ত
মনে হয় এই প্রথম দেখলাম। তার মতো,
যখন সে প্রথম সুগন্ধী অধর দিয়েছিল তার
এইখানে। তখন—

শঙ্খ চাঁপার তলে মিষ্টি মধুর হাওয়া
অনুপম ছাওয়া।

চক্রবৎ

পাঁচটা বাজতে চল্ল—
ছুটির ঘণ্টা বাজবে এখুনি।
বাহিরে এখন ঈষৎ হলুদ রোদ
ত্রিশোত্তীর্ণার যৌবনের মত।

জানালার ফ্রেমে এক টুকরো ছবি—
ভীড়, অজস্র গাড়ী, শব্দ, কোলাহল।
প্রতিদিন ছুটি হয়, হায়, ছুটি পাওয়া হয়না কখনো
যৌবন আসে, উপভোগ হয়না জীবনে।

বিজোড়

সুধার তৈরী পাপড়ী,
কেশরে হৃদয় বিলাসের রেণু,
সুরভি প্রবল আনন্দের—
নন্দনের ফুল সে।

সে আমাকে দহন করে
সে আমাকে পীড়ন করে শুধু,
এক চোখ তার উদাস অনুদার
এক চোখে তার বিশ্বমোহন জাদু।

জীবনে এখন প্রখর অজস্র রৌদ্র,
বেদনার নন্দনে শুধু মন্থনের হলাহল

আকাশ কুসুম

বিস্মৃতি প্রদোষে তবে বহ্নিমান হোক
প্রেয়সী মহিমান্বিত হিজিবিজি বুক।
যদিও সে উদার কখনও। বিড়ম্বিত ইচ্ছায়
কোন কোন অঙ্কে নির্লাজ শয়ান—
তবে কত ডিগ্রি হলে উদাস সাহারায়
কচিৎ উদ্ধত মরুদ্যানে অবলুপ্তি
জানা নেই।

বিলাপ আনুক অগ্নি। ক্রমশ জ্বলুক
হাজার অনুভূতির জড়াজড়িতে দাবাগ্নি
প্রথমে কবোষ্ণতা হয়তো আসবে,
অল্পস্থায়ী মিথ্যাসুখে ছাই দিয়ে ভেতরে স্থাপনা।
উত্তাপে আতঙ্কগ্রস্ত কিঞ্চিৎ রসিক।
বৈকালীন বৈশাখী বিপ্লবে
অনুপস্থিত বায়ুসেবী তারা।

মনে কি ভেবে

আমি এক বিষন্ন অবকাশ থেকে
পেতে চেয়েছি কিংবা ছিলাম
ধ্বনিময় রূপেবাস,
পূর্ণ নয়, ধোঁয়া ধোঁয়া চুম্বনের স্বাদ

তারা যেন কবে ছিল ইতালীর পটে,
বাদসাহ শাহজাদা সুরার আবেশ।
তারা যেন কবে ছিল একা একা শয্যা,
একা একা ধূলো ধূলো ছেঁড়া ইতিহাস।

কলে কলে বাঁশি বাজে, ট্রেনে ট্রেনে বাঁশি
বাসে বাসে ধূলো উড়ে—ধূলোর প্রাসাদ!
চোখে চোখে চেয়ে ছাখো মিশরের মমি
ইচ্ছেটা। ফসলের স্বপ্নটা বাঁচা।

পাখী নয়, পাখী নয়, পাখীদের মনে
ঘর বাঁধা ইচ্ছেটা, ইচ্ছেটা থাক।
আঙুর ফলের দেশে, পিচ বনে বনে
স্বপ্নটা শরতের রোদ্দুরে বৃষ্টি।

প্রেমিকাকে সনেট

তোমার প্রাচুর্য থাক। দুর্গম গগনে
অগণ্য° স্নিগ্ধ শিখায় একা একা দূরে
এক কোণে ম্লান দীপ্তি তারকার মনে
চেতনা আবিষ্ট থাক অবিন্যস্ত সুরে।

নগণ্য বাসনা মনে রাখিবেনা জানি
ধ্রুবতারা সপ্তর্ষির সীমারেখা টানা
স্বার্থ-অন্ধ আত্মতৃপ্তি অভ্যস্ততা মানি
অপাঙ্গে হাসিবে শুধু মানিবেনা মানা।

পরিচিত বৃত্ত হতে নিঃসীম বিস্ময়ে
ক্ষীণসূত্রে দৃষ্টিদীপ যদি জ্বলে থাকে
আকস্মিক বিপর্যয়ে সন্ত্রাসেতে ভয়ে
বিহ্বল আঁধার নামিবেনা ঝাঁকে ঝাঁকে।

দাহ নয় দীপ্তি নয় শান্ত প্রতিভাস
অগোচরে অবলুপ্তি সত্যে অবিনাশ।

শারদীয়

একদল সাদামুখ ফুটফুটে মেয়েদের মতো
একঝাঁক সাদা বক বেলাশেষে গাঢ় নীল
সাগরের মত ধানক্ষেত দিয়ে উড়ে যায়। যেন তারা
মানিকের গাছ--এক হাঁটু ঘাম ঝরা
জলের ভিতরে ডুব দিলে থই নেই,
ওরই মাঝে কোথা যেন আছে সেই
সোনার প্রাসাদ।

ছিল কবে। ব্যাবিলনে শূন্যোদ্যান
ভুমে এল যেই—অতীতের সোনার বাগান
ইতিহাসে কালিমাখা মুখে ধূলো ঘাঁটে,
জারিজুরি নেই আর—মরা কবে গায় গান,
বেঁচে ওঠে বাংলার মাটির মতন।

বাংলার মাটির মতন—হাঁসখালি চরে
মরুভূমি নামিয়াছে ঘোলাজলে। সাদা বক
আসে নাকো। মৃতবৎসা জননীর মত শূন্য চোখ,
স্তন হ'তে রুধিরের মত প্রাণ ঝরে—
সব আলো নিভে গেছে-- নিভে নাই, রাত্রির বিরতি—
আর সনে মরুভূমি নীল হবে—সাদা বক
উড়ে যাবে ঘরে—স্বর্ণসন্ধ্যা—পূর্ণের আরতি।

প্রসন্ন সংকেত

যেন এক মেঘলায় ফুটে ওঠা ভুলের সকাল,
ঝিরঝিরে বর্ষায়ং ভিজে ভিজে পাখীদের গান,
শীতের কুয়াশা সেদিন।

মেঘভাঙা রোদ্দুরে ভিজে কাঠে আগুনের মতো
কাক চিল শালিখের ভিজে ডানা ঝাপটায় দিনে
আহ্লাদে উন্মন বীন॥

আজ সব কাজ সারা, হিসেবের কড়ি গোনা শেষ
আগে পিছে সাবধানী সুখ-সুখ বেড়াজাল, তবু
হিসাবে ফাঁকি পড়ে ধরা।

পাখীবুকে বাসাবাঁধা অহোরাত উড়ে চলা দিনে
একটুকু বেহিসাবী বিলাসিতা করে দিত বুঝি
বিলম্বিত হিমার্ত জবা।

প্রচ্ছন্ন সত্য

হাস্নাদের বাগান থেকে প্রতিদিন রাতে চুরি করে
আনি দু-দুটো রক্ত গোলাপ। হিস্ হিস্ করে তার
গলায় সোন্যাটা বাজে, আমি খুনীর সতর্ক পায়ে
তার জানালার ধারে কিছুটা ক্লেদাক্ত নিঃশ্বাস ফেলে
আসি। আর চুরি করে নিয়ে আসি দু-দুটো রক্ত গোলাপ।
* * * বাজের নির্লোম পায়ে লিথীর তীর থেকে
নিয়ে আসি উলঙ্গ শরীর, তৃপ্তির ডালে ফেলে রাখি
কি মহা উল্লাসে, সমুদ্রের সফেন স্বপ্ন বালুচরে
ড্রাগনের রক্তাক্ত অধরে—আমার সুতীক্ষ্ণ দুটো
ঠোঁটে থেকে গেছে হাস্নার মরে যাওয়া প্রাণ।
* * * আমি প্রেতাত্মার অসীম ধৈর্য নিয়ে তার
খেয়ে নেয়া শ্যাম্পেনের বোতলে ছাপর হাঁপাই।
একদিন হাস্না ছিল, এখন ওতো শুধুই শরীর—
ভুতুড়ে নাচে অবসন্ন—তাই শ্যাম্পেন সুরভিত
নিঃশ্বাসের হাওয়া খেতে খেতে ঢুকে যাই বুকের
ড্রেনে, ওখানে হৃদয়টা একফালি ফেলে দেওয়া
ন্যাকড়ার মত ঝাড়ুদারের বুরুশ খেয়ে এসেছে।
* * * ও এখন মাছের মত বিকৃত জলের
গভীরে ডুবে পুতিগন্ধ মাখে। আমি নিষ্ঠুর
আক্রোশে ওর স্টিলের মতো হৃদয়টা
আঁচড়ে আঁচড়ে নখ বাঁকাই। আর ভোর
হবার অনেক অনেক আগে পালিয়ে যাবার
মুখে নখে কেটে আনি দু দুটো রক্ত
গোলাপ।

পউষের রাতে

কাবেরীকে বলিলাম, চলো মাঠে যাই
চুপি চুপি অন্ধকার পউষের রাতে
ভিজে ভিজে মাটি আস্তে পা ফেলো তাতে।

একফালি চাঁদ শিশিরে ভিজে অঙ্গার
কালো খোঁপায় সাদা ছেঁড়া জালের মতো
কুয়াশারা হেথা হোথা ঘুরিতেছে যতো।

ফড়িঙেরা লাফালাফি করে ঘাসে ঘাসে
বাদুড়েরা উড়ে এসে জামগাছে দোলে
জোনাকিরা হি-হি করে নেভে আর জ্বলে।

ঝিঁঝিঁগুলো বড় ভীতু কাঁপে আর কাঁপে
ছুঁচো আর ইঁদুরের ছুটোছুটি সার
ধান কাটা হয়ে গেছে কনা নেই তার।

বহুদিন আগেকার মানুষের মতো
তারা দেখে চলে যায় দূর দূরান্তরে
অস্থির হতেছি আমি বিষণ্ণ অন্তরে।

কাবেরীকে বলিলাম, মিছে কেন ফেরা
সারারাত কেটে যাক পেচকের চোখে
ছুঁচো আর ইঁদুরের ছুটোছুটি দেখে।

অনাগত

বসন্তের প্রাকালে যৌবনবতী সন্ধ্যা—
দিগন্তের ধোঁয়াশামাখা প্রান্তরেখা
আর একটি মাত্র তারার দীপ।

এ এক আশ্চর্য ল্যাণ্ডস্কেপ--
গাছেরা দাঁড়িয়ে আছে কংকালের মতো
পত্রহীন।

অল্প জ্যোৎস্নায় হাসনুহানার পাতা শুধু সবুজ,
আমার স্বপ্নের মতো।
দুরাশার জ্যোৎস্না ছায়া কখনো কখনো পড়ে,
এক ঝলক হাওয়া দেয়, হঠাৎ গুমোটের পর
জীবনের অসম্ভব রিক্ততা ঐ গাছেদের মতো
পত্রোদ্গমের দিন গুনতে থাকে।

প্রসঙ্গ শব্দ

হ্যালো—ওপারে কেমন আছো—
আজকাল রাস্তায় বড্ড ঝঞ্ঝাট
দুই তিন চার চাকার ট্রাফিক জ্যাম।
দু পা ভরসা। তাও ঠিকানা হারিয়ে ফেলি—হ্যালো

হ্যালো—এখনি ছেড়ো না
বলছিলাম কি—সেই কথাই
আগেও বলেছি বহুবার—
শব্দের সন্তাষ এতদূর চলে যায়.
অথচ শব্দেরই মানে
তোমার আমার বুকে
শুধু লৌহ হাতুড়ির ঘা
উচ্চারিত বিপুল নৈঃশব্দ।

হ্যালো—নো অফেন্স প্লিজ—
বুকে কেন শব্দ হয় মেয়েদের,
আমাদেরও। মাঝে মাঝে
ছুরি নিয়ে খোঁচাখুঁচি করি
দেখি উঠে আসে কিনা শব্দের যাথার্থ।
শুধু ফোঁটা ফোঁটা লাল রক্ত—শব্দ নেই তাতো
বুকে শব্দ কোথা থাকে তবে।
হ্যালো—ট্রাফিকের জট কেটে
একদিন চলে যাবো তোমার কাছে
নিঃশব্দে—হানা দেবে শব্দ কোথা আছে
তোমার শব্দালু বুকে ঠিক কোনখানে
ছুরি দিয়ে কেটে কেটে দেখে নেবো
শব্দ কোথা হয়—শব্দ কি যে বলে—
হ্যালো—হ্যালো হ্যালো—

একটাই বুঝি শুধু ঠিক
কিছু মানে বোঝা যায় শব্দ থেমে গেলে।

শ্রীমান অমুককে একান্ত অনুরোধ

ওহে শুনছো, একটু চুপি চুপি বেরিয়ে এস।
এখানে উষসী প্রত্যূষে জলের নীচে নদীও ঘুমানো,
এখনই সময়—তোমাকে দেখাই যায় না
এই তো মুশকিল। বাতাসের মত স্পর্শও অলভ্য।

শুধু বাবিন যখন টলে টলে হাঁটে পা-পা,
তার দুটি দাঁতের হাসিতে তোমার ছায়া পড়ে।
কিংবা রুমুর চিবুকের খাঁজে,
তার সাদা গ্রীবার নীচে নীল শিরার অনুভবে
তোমার বিদ্যুতে আনাগোনা।

তোমার আনাগোনা আমার দষ্ট বিবেকে,
বিপর্যয়ের প্রলয় হুঙ্কারে—যুদ্ধক্ষেত্রে।
অপিচ, শ্যামল ধামে—ঢাকের কাঠিতে—
আমার স্বপ্নে—তুমিই হত্যা কর তাকে
জল্লাদ, শাণিত অস্ত্রে।

ওহে শুনছো, একটু চুপি চুপি বেরিয়ে এস।
এখানে গাছের নীচে, কারণ গাছও ঘুমোনো,
এখনই সময়।